ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 018 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০১৮ ● কলকাতা ● ০৪ মাঘ, ১৪৩২ ● রবিবার ● ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 177

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যখন এটা বোঝা যাচ্ছে না যে ধন থেকেও আজ যখন আমি সুখী নই, তাহলে ধন থাকলে আমি ছোটবেলার থেকে বেশী সুখী কি করে থাকতে পারতাম।

ধন এক নির্জীব সাধন। তা থাকলে কেউ সুখী থাকতে পারে না আর তা না থাকলে কেউ দুঃখী থাকতে পারে না। সুখ আর দুঃখ মনের মনোদশা। **ক্রমশঃ**

মালদহের সভা থেকে ভোটের স্লোগান বেঁধে দিলেন মোদি

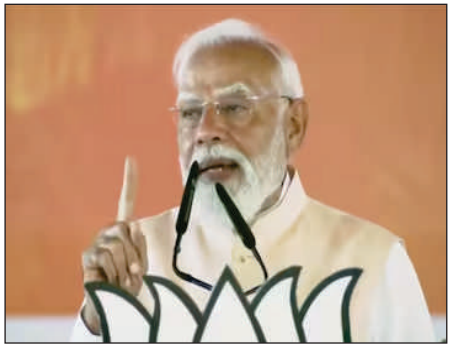

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের শিলন্যাসের পর পরই রাজনৈতিক সভা থেকে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বঙ্গ বিজেপি-র জন্য নির্বাচনের স্লোগানও বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদি দাবি করলেন, বাংলাকে ঘিরে থাকা সব রাজ্যেই বিজেপি-র সরকার সুশাসন দিচ্ছে।এ দিনও প্রধানমন্ত্রী তৃণমূল সরকারকে নির্দয়, নির্মম বলে অভিযোগ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকারের জন্যই কেন্দ্রের বহু জনমুখী প্রকল্পের সুবিধে পাচ্ছেন না বাংলার মানুষ। কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত, বিনামূল্যে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের মতো সুবিধে বাংলার মানুষ পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেন মোদি।আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাংলাতেও বিজেপি সরকার গঠন করে সুশাসন শুরু করবে বলেও দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী।

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

বেলডাঙার বিক্ষোভে লাগাম টানতে শনিবারও কার্যত ব্যর্থ হল প্রশাসন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুর্শিদাবাদ : শুক্রবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাণ্ডব! অবরোধ! ট্রেনের সামনে বিক্ষোভ! এরপর মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দিয়েছিলেন 'আমি সংখ্যালঘু ভাইবোনেদের কাছেও আবেদন করব যারা করছেন, শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ওপর ভরসা রাখুন। ' কিন্তু কোনওকিছুতেই হল না কাজ।এদিন বেলডাঙায় পৌঁছে যান ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। অবরোধ তুলতে বললেন বিক্ষোভকারীদের। কাল যা করার করেছেন, আজ আবার কীসের অবরোধ? অবরোধ দেখে বললেন ক্ষুব্ধ হুমায়ুন কবীর।বেলডাঙার বিক্ষোভে লাগাম টানতে শনিবারও কার্যত ব্যর্থ হল প্রশাসন। ফের অবরোধ করা হল ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক। এদিনও রাস্তা আটকে চলল বিক্ষো চলে। শুক্রবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল বেলডাঙার মহেশপুর। আর শনিবার নতুন করে উত্তাল হয়ে উঠল মহেশপুর থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে বড়ুয়ামোড়। আর বেলডাঙা থানা থেকে বড়ুয়ামোড়ের দূরত্ব ১ কিলোমিটার। কিন্তু তার পরও প্রায় ১ ঘণ্টার ওপর চলে অবরোধ।

এরপর, দুপুর ১ টা ১৫ নাগাদ লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভ সরিয়ে দেয় পুলিশ। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, শুক্রবারের ঘটনার পরও কেন বাড়তি পুলিশ এলাকায় মোতায়েন করা হল না? থানা থেকে কয়েক মিনিটের দূরত্বে ফের বিক্ষোভ-অবরোধ চলল কী করে? যদিও পুলিশের দাবি, তাঁরা ধৈর্য রেখেছিলেন। কিন্তু শনিবার সব সীমা পেরিয়ে যায়। শনিবার মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার বলেন, 'সব জিনিসের একটা লিমিট থাকে, কালকে আমরা অনেক ধৈর্য রেখে কথা বলেছি, অসুবিধা হলে, সব জিনিসের একটা প্রসেস আছে, পুলিশ আগে থেকে ছিল, হঠাৎ করে তো লাঠি চার্জ করা যাবে না...তাই আগে কথা বলতে হয়েছে।'

শুক্রবার বেলডাঙা অশান্তি ও সাংবাদিকের উপর আক্রমণ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমি কি তাঁদের আটকাতে পারি? কোনও সাংবাদিকদেরও গায়ে কেউ হাত দেবেন না সবার কাছে অনুরোধ থাকবে।'

শুক্রবারের পর শনিতেও বেলডাঙা স্টেশনেও তাণ্ডব শুরু করে বিক্ষোভকারীরা। ফের বন্ধ হয়ে যায় রেল চলাচল। আর এরপর অবশেষে বেলডাঙা স্টেশনে অ্যাকশন মোডে দেখা যায় পুলিশকে। মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে নামে গোটা টিম। পুলিশের সঙ্গে অ্যাকশনে নামে RAF-ও। এদিন বেলডাঙা স্টেশন থেকে কয়েকজনকে আটক করে আরপিএফ।

বহরমপুরে দাঁড়িয়ে হুমায়ুনকে তোপ অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শনিবারও নতুন করে অশান্ত বেলডাঙা । আর এহেন পরিস্থিতির জন্য বিজেপিকেই দুষলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । শুধু তাই নয়, নাম না করে হুমায়ুন কবীরকেও আক্রমণ শানালেন তিনি। অভিষেক বলেন, 'সভায় আসার আগে বেলডাঙায় অশান্তির খবর পাই।সবাইকে শান্ত থাকার বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, "কারও কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না। কালকেও এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধির উপর আক্রমণ হয়েছে। আজও হয়েছে। দলীয়ভাবে প্রশাসনের কাছে আবেদন করব এই ঘটনায় ব্যবস্থা নিন। তৃণমূল কংগ্রেস এই ঘটনাকে সমর্থন করে না।" তবে সবাইকে সংযত থাকতে বলে বার্তা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের। তাঁর কথায়, "কেউ একটা উসকে দিল আর আইন হাতে তুলে নিলে বিজেপিরই সুবিধা হবে।" এই ইস্যুতে কথা বলতে গিয়ে একযোগে নাম না করে অধীর চৌধুরী এবং হুমায়ুন কবীরকে আক্রমণ করেন অভিষেক। বলেন, "একটা গদ্দারকে, মিরজাফর, বিজেপির ডামি ক্যান্ডিডেটকে বিদায় দিয়েছেন। আরেকটা গজিয়েছে। গণতান্ত্রিকভাবে ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে যারা লেলিয়ে দেয়, তাদের এক হতে হবে।" পাশাপাশি হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে বিজেপি যোগ নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বাবরি নিয়ে যারা রাজনীতি করছে, ২০১৯ সালে সেই বিজেপির প্রার্থী ছিল। তাহলে বিজেপির সঙ্গে কার যোগাযোগ?" তবে খুব শীঘ্রই তাঁর স্বরূপ সামনে আসবে

এরপর ৪ পাতায়

প্রধানমন্ত্রীর সভার আগেই দলের অন্দরে কোন্দল চরমে, মতভেদ শমীক-শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। আর রাজ্যে বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা সভা করে ক্ষমতায় আসছে বলে প্রচার করে চলেছেন। কিন্তু সেটা কেমন করে তা নিয়ে কোনও অঙ্ক বা যুক্তি দিতে পারছেন না তাঁরা। এই আবহে বাংলায় সভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর তার আগেই বৈঠকে কোন্দল চরমে উঠল বলে সূত্রের খবর।এছাড়া নেতাদের মধ্যে এমন মনোমালিন্য বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে বুঝে ওই বৈঠকে কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনশল রাজ্য নেতাদের উদ্দেশে বলেন, মনোমালিন্য-কোন্দল-মতভেদ যেন না থাকে সেটা দেখতে হবে। যাঁরা ক্ষুব্ধ, দূরে সরে আছেন, তাঁদের বাড়ি যান। কথা বলে তাঁদের দলের কাজে নামান।

পুরনোদের পুরোদমে কাজে লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন সুনীল বনশল এবং ভূপেন্দ্র যাদব। সবাই মাঠে না নামলে বিজেপির সাফল্য যে আসবে না তা নতুন নেতৃত্বকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বনশল-যাদবরা। এখনও পর্যন্ত ৫০ শতাংশ পথসভাও শেষ করতে পারেনি বঙ্গ-বিজেপি। সেটা নিয়ে খুশি নন কেন্দ্রীয় নেতারা তা বুঝিয়ে দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর।নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ, গোষ্ঠীকোন্দল এখন প্রকাশ্যে এসে পড়ছে। তার সঙ্গে আছে আদি-নব্যের দ্বন্দ্ব। এবার দলের রাজ্য কমিটির নতুন সদস্য এবং জেলা ইনচার্জদের নিয়ে প্রথম বৈঠকেই তা সামনে চলে এল। এমন পরিস্থিতিতে সামাল দিলেন দুই কেন্দ্রীয় নেতা ভূপেন্দ্র যাদব ও সুনীল বনশল।

এদিকে রাজ্যে এখন এসআইআর চলছে। যা নিয়ে বাংলার মানুষ

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রীর সভার আগেই দলের অন্দরে কোন্দল চরমে, মতভেদ শমীক-শুভেন্দুর

চূড়ান্ত হয়রানির শিকার। যার ফসল চলে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। এমন পরিস্থিতিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য অবস্থা বেগতিক বুঝে এখন নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে রাস্তায় নামার নিদান দিয়েছেন। এমনকী রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকেও পথে নামতে বলেছেন। সেখানে একেবারে বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর মতে, নির্বাচন কমিশন যা করছে তা সঠিক। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গারা বাদ পড়ছে। মানুষের হয়রানির অভিযোগ মিথ্যে বলে চিঠি পর্যন্ত লিখেছেন নির্বাচন কমিশনারকে। আর তাতেই বাংলার মানুষ বিজেপির বিরুদ্ধে চলে গিয়েছেন। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন যে খসড়া তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে কোনও অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা বাদ পড়েছে বলে দাবি করেনি। সুতরাং শমীক-শুভেন্দুর মতভেদে এখন বিজেপির নীচুস্তরের নেতা-কর্মীরা আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়ে পড়েছেন। আদি নেতারা শমীককে সমর্থন করলেও শুভেন্দুকে মেনে নিতে পারছেন না। আর নব্য নেতা কর্মীরা শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তাঁকেই সমর্থন করছেন। ইতিমধ্যেই শুভেন্দু ঘনিষ্ঠরা বাদ পড়েছেন রাজ্য কমিটি এবং জেলা সাংগঠনিক কমিটি থেকে। দলের নতুন রাজ্য পদাধিকারী এবং ৪৩টি সাংগঠনিক জেলার ইনচার্জদের নিয়ে শুক্রবার সল্টলেকের একটি হোটেলে বৈঠক করেন রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই কেন্দ্রীয় নেতা ভূপেন্দ্র যাদব ও সুনীল বনশল। সেখানেই কোন্দল ধরা পড়ে বলে সূত্রের খবর।

(১ম পাতার পর)

মালদহের সভা থেকে ভোটের স্লোগান বেঁধে দিলেন মোদি

মালদহের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, বিকশিত ভারত তৈরি করতে পূর্ব ভারতের উন্নয়ন খুবই জরুরি। দশকের পর দশক ঘৃনার রাজনীতির কারবারিরা পূর্ব ভারতকে দখল কব্জায় রেখেছিল। বিজেপি পূর্ব ভারতের এই রাজ্যগুলি এই ঘৃনার রাজনীতির কারবারিদের কবল থেকে মুক্ত করেছে। পূর্ব ভারতের মানুষ বিজেপি-র উপরে আস্থা রেখেছে। ওড়িশায় প্রথম বার বিজেপি-র সরকার হয়েছে। ত্রিপুরা, অসমেও কয়েক বছর ধরে বিজেপি-র সরকার রয়েছে। কিছু দিন আগে বিহারে ফের বিজেপি-র সরকার নির্বাচিত হয়েছে। অর্থাৎ বাংলার চারপাশে সুশাসনের সরকার রয়েছে। এবার বাংলায় সুশাসনের পালা। তাই আমি বিহারে জয়ের পরই বলেছিলাম মা গঙ্গার আশীর্বাদে বাংলাতেও উন্নয়নের গঙ্গা বইবে। বিজেপি এই কাজ করেই ছাড়বে। আমার সঙ্গে আপনারা সঙ্কল্প নিন, পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার।

প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন, 'যে রাজ্যগুলিতে বিজেপি-র জয় অসম্ভব বলেই মনে করা হত, সেখানেও এখন বিজেপি নির্বাচনে সাফল্য পাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে কেরলের কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দাবি, এবার বাংলাতেও পালাবদল হয়ে পদ্ম ফুটবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজেপি সরকার গোটা দেশে সুশাসন এবং উন্নয়নের মডেল তৈরি করেছে। গোটা দেশের মানুষ বিজেপি-কে আশীর্বাদ করছে। গতকালই মহারাষ্ট্রের শহরাঞ্চলে পুরভোটে বিজেপি ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে। বিএমসি-তে রেকর্ড জয় পেয়েছে বিজেপি। কেরলের তিরুঅনন্তপুরমও কিছুদিন আগে প্রথমবার বিজেপি-র মেয়র পেয়েছে। যেসব জায়গায় বিজেপি কোনওদিন জিতবে বলে ভাবা যেত না, সেখানেও বিজেপি জয় পাচ্ছে। এতেই প্রমাণিত দেশের তরুণ প্রজন্ম, জেন জি বিজেপি-র উপরে ভরসা রাখছে। বিজেপি-কে নিয়ে যে ভুল প্রচার চালানো হত, তা দূর হচ্ছে। আপনাদের দেখে আমিও নিশ্চিত, এবার বাংলার মানুষও বিজেপি-কে জয়ী করবে। পশ্চিমবঙ্গের দ্রুত উন্নয়ন কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র লক্ষ্য।'

বেলডাঙায় সাংবাদিক নিগ্রহে গ্রেপ্তার চার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দুই ধরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা। ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক খুন, তাঁদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে রেল, রাস্তা অবরোধ, অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটে চলেছে। খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে নির্মমভাবে প্রহারের শিকার মহিলা সাংবাদিক। হাত, পায়ে আঘাত নিয়ে আপাতত তিনি ভর্তি হাসপাতালে।

এরপর ৬ পাতায়

মালদায় ইতিহাসের মুহূর্ত, বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

পার্থ ঝা,মালদহ

শনিবার—এই দিনটি ঐতিহাসিক সাক্ষী রইল মালদার জন্য। ভারতবর্ষের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই বিশেষ মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। দেশের রেল ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল মালদার মাটি থেকে।শনিবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে করে মালদার লক্ষণ সেন স্টেডিয়ামে অবতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখান থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে সড়ক পথে তিনি পৌঁছান মালদা রেল স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে। প্রধানমন্ত্রীর আগমন ঘিরে সকাল থেকেই স্টেশন চত্বর ও আশপাশের এলাকায় ছিল উৎসবের আবহ।মালদা রেল স্টেশন চত্বরে আগে থেকেই উপস্থিত ছিল জেলার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁদের সঙ্গে হাসিমুখে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের আঁকা প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের চিত্র তুলে ধরলে, তা মনোযোগ দিয়ে দেখেন প্রধানমন্ত্রী। এই আন্তরিক মুহূর্ত উপস্থিত সকলের মন জয় করে নেয়।এরপর প্রধানমন্ত্রী ট্রেনের যাত্রীদের সঙ্গেও কথা বলেন এবং তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা শোনেন। উদ্বোধনের দিনেই বহু যাত্রী বিনামূল্যে এই ঐতিহাসিক ট্রেনে যাত্রার সুযোগ

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী শান্তি, সংস্কৃতি এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিগত ১১ বছরে আসামে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য উন্নতির বিষয়ে আলোকপাত করা একটি নিবন্ধ শেয়ার করেছেন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি আজ শান্তি, সংস্কৃতি এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রে গত ১১ বছরে আসামে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য উন্নতির বিষয়ে আলোকপাত করা একটি নিবন্ধ শেয়ার করেছেন।

এক্স-মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী পবিত্র মার্গারিটার একটি পোস্টের জবাবে, পিএমও ইন্ডিয়া হ্যান্ডেল থেকে বলা হয়েছে :

"কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী @PmargheritaBJP শান্তি, সংস্কৃতি এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রে গত ১১ বছরে আসামে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্পর্কে লিখেছেন।

তিনি এমন একটি উন্নয়ন মডেলের ওপর জোর দিয়েছেন যা, আর্থিক বিকাশ এবং পরিবেশগত দায়বদ্ধতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে কারণ, রাজ্যটি 'বিকশিত ভারত @ ২০৪৭'-এর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অবিচলভাবে একটি বিকশিত আসামের দিকে এগিয়ে চলেছে।"

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ছাব্বিশতম পর্ব)

এবং উপনিষদে হংস শব্দের অর্থ সূর্য। সূর্যে সৃজনী শক্তির বিগ্রহান্বিতরূপ ব্রহ্মা এবং সূর্যাগ্নির গতিশীল কিরণরূপা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব শক্তি সরস্বতী দেবীর বাহন হয়েছেন হংস বা সূর্য একেবারেই যুক্তিসঙ্গত কারণে। তবে বৈদিক সাক্ষ্য থেকেই জানা যায় সিংহ ও মেষ সরস্বতী দেবীর আদি বাহন ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেবী দুর্গা সরস্বতী দেবীর কাছ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

বহরমপুরে দাঁড়িয়ে হুমায়ুনকে তোপ অভিষেকের

বলেও তোপ সাংসদের।দলের তরফে অনেকেই সভা না করার কথা বলেছিল। খোঁজ নিয়ে দেখলাম এই যে ঘটনাটি ঘটছে এর ইন্ধন দিচ্ছে বিজেপির বাবুরা। এই মাটিতে আরেকজন গদ্দার তৈরি হচ্ছে সে (পড়ুন হুমায়ুন)।" তাঁর কথায়, "বহরমপুরে সভা করতে না আসলে গদ্দারদের অক্সিজেন দেওয়া হত।"

ঝাড়খণ্ডে আলাউদ্দিন শেখের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরই গতকাল, শুক্রবার জ্বলে ওঠে বেলডাঙা। স্থানীয় স্টেশনে আটকে দেওয়া হয় ট্রেন। এমনকী ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে রাস্তা অবরোধও। চূড়ান্ত ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। শুক্রবারের পর আজ শনিবারও নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় বেলডাঙায়। শুরু হয় রেল এবং রাস্তা অবরোধ। ক্রমেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এই আবহেই আজ শনিবার ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ২০ কিমি দূর বহরমপুরে রোড শো করেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু অবরোধের কারণে সেই সভায় তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের পৌঁছানো নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। আর তাই দলের তরফে অনেকেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আজকের সভা না করার জন্য আবেদন করেন। যদিও তা উপেক্ষা করে বহরমপুরে প্রথমে রোড শো করেন এবং পরে সেখান থেকেই বেলডাঙা নিয়ে মুখ খোলেন অভিষেক।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

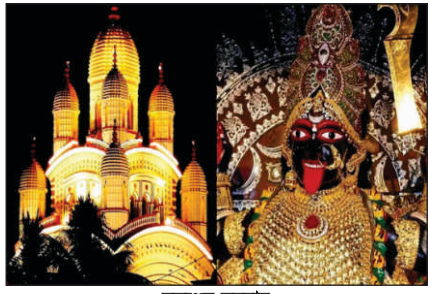

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তবে তিনি আমাদের কালীমূর্তিতত্ত্ব আলোচনার ভয়াভয় প্যারামিটারের আওতায় আসবেন না।

"অপরাজিতা।। রত্নসম্ভব-কুলের দেবতা অপরাজিতা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। প্রথমত ইনি হিন্দু দেবতা গণপতিকে পদদলিত করিয়া থাকেন এবং

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভূগর্ভে লুকিয়ে থাকা রহস্য: পশ্চিমঘাটের মহারাষ্ট্রে নতুন প্রজাতির অন্ধ সিসিলিয়ান আবিষ্কার

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি, ২০২৬

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের একটি দল পশ্চিমঘাটের উত্তরাংশে এক বিরল, ভূগর্ভে বসবাসকারী উভচর প্রাণীর নতুন প্রজাতি আবিষ্কার করেছে। নতুন এই প্রজাতির নাম রাখা হয়েছে Gegeneophis valmiki। এক দশকেরও বেশি সময় পরে এই বর্গের এটি প্রথম নতুন আবিষ্কার, যা তথাকথিত "লুকিয়ে থাকা উভচর প্রাণী" সম্পর্কে নতুন করে আলোকপাত করেছে।

আবিষ্কার ও নামকরণ

এই প্রজাতিটি প্রথম সংগ্রহ করা হয় ২০১৭ সালে, মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার বাল্মিকী মালভূমিতে, ভারতের প্রাণী সর্বেক্ষণ সংস্থার (ZSI) পদস্থ বিজ্ঞানী ড. কে. পি. দীনেশের নেতৃত্বে। আবিষ্কারের স্থানের কাছেই অবস্থিত ঐতিহাসিক মহর্ষি বাল্মীকী মন্দিরের নামানুসারে এই প্রজাতির নাম রাখা হয়েছে Gegeneophis valmiki।

এই গবেষণার ফলাফল আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানপত্রিকা Phyllomedusa-তে প্রকাশিত হয়েছে। এবং এটি ভারতের প্রাণী সর্বেক্ষণ সংস্থা (ZSI), সাবিত্রীবাই ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়, বলাসাহেব দেশাই কলেজ এবং মহাদেয় গবেষণা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে সম্পন্ন হয়েছে।

ছদ্মবেশের ওস্তাদ

সিসিলিয়ানরা অঙ্গহীন হয়-কেঁচোর মতো দেখতে উভচর প্রাণী, যারা মাটির গভীরে ও জৈব পদার্থের মধ্যে বসবাস করে। ব্যাঙের মতো তারা কোনও ডাক বা শব্দ করে না, ফলে, এদের খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ এবং প্রায়শই ঘটনাচক্রেই হয়ে থাকে।

ড. দীনেশ বলেন, "Gegeneophis বর্গের প্রাণীকে চিহ্নিত করা অত্যন্ত কঠিন। সাধারণভাবে এদের 'অন্ধ সিসিলিয়ান' বলা হয়, কারণ এদের চোখ শক্ত খোলকের নিচে লুকানো থাকে। এদের দেখতে ও চলাফেরায় এতটাই কেঁচোর মতো হয়, যে, নতুন প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করতে বহু বছর ধরে বিশদ গঠনগত ও জিনগত বিশ্লেষণ করতে হয়েছে।"

সংখ্যার নিরিখে জীববৈচিত্র্য

পশ্চিমঘাট বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্যের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হলেও, সিসিলিয়ানরা এখনও অত্যন্ত বিরল ও স্বল্প পরিচিত।

সমগ্র বিশ্বে ৮,৯৮৩-টি উভচর প্রজাতির মধ্যে মাত্র ২৩১-টি সিসিলিয়ান।

ভারতে ৪৫৭-টি উভচরের মধ্যে এ পর্যন্ত ৪২-টি সিসিলিয়ান প্রজাতি নথিভুক্ত হয়েছে। পশ্চিমঘাটে ২৬-টি স্থানীয় (এন্ডেমিক) প্রজাতি রয়েছে, যার মধ্যে ১১-টি Gegeneophis গোষ্ঠীর। সাধারণত দক্ষিণ পশ্চিমঘাটে উভচরের বৈচিত্র্য বেশি হলেও, এই আবিষ্কার প্রমাণ করল যে, উত্তর পশ্চিমঘাটে Gegeneophis প্রজাতির ঘনত্ব রয়েছে।

পরিবেশের গুরুত্ব ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

দুর্লভ হওয়ার পাশাপাশি, সিসিলিয়ানদের পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

কৃষিতে এদের গুরুত্ব অপরিসীম। এরা গর্ত খোঁড়ার ফলে মাটি ঝুরঝুরে হয় ও মাটির গঠন উন্নত হয়। এরা মাটির অমেরুদণ্ডী প্রাণী খেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে।

খাদ্যশৃঙ্খলে পাখি, সরীসৃপ ও ছোট স্তন্যপায়ীদের খাদ্য হিসাবে এদের গুরুত্ব রয়েছে।

জলজ ও স্থলজ জীবনের মধ্যবর্তী পর্যায়ে এই গোষ্ঠীর প্রাণীরা এক গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তনধারার প্রতিনিধিত্ব করে।

ZSI-এর অধিকর্তা ড. ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় সতর্ক করে বলেন, "বিশ্বের ৪১ শতাংশ উভচর প্রজাতি আজ বিলুপ্তির পথে। এই প্রজাতিগুলিকে নথিভুক্ত করা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নথিভুক্ত করা না হলে এদের 'নীরব বিলুপ্তি' ঘটবে, অথচ আমরা জানতেই পারব না যে এদের কখনো অস্তিত্ব ছিল।"

ভবিষ্যতের পথে

সংরক্ষণবিদ নির্মল ইউ. কুলকার্নি জানান, এই আবিষ্কার কেবল শুরু। বংশগত গবেষণা (ফাইলোজেনেটিক স্টাডি) ইঙ্গিত দিচ্ছে, উত্তর পশ্চিমঘাটে আরও বহু অজানা প্রজাতি লুকিয়ে থাকতে পারে। বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি পাওয়া কেবলমাত্র প্রথম ধাপ, যার মাধ্যমে এই "লুকিয়ে থাকা" উভচর প্রাণীদেরকে সংরক্ষণের মূলধারায় আনা এবং তাদের স্পর্শকাতর আবাসভূমি রক্ষা করা সম্ভবপর হবে।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

ট্রাম্পের শান্তির পরিষদে 'অশান্তি'র ব্লেয়ার!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গাজার পুনর্গঠন ও শাসনব্যবস্থা পরিচালনার লক্ষ্যে গঠিত বোর্ড অফ পিস বা শান্তি পরিষদে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা উপত্যকার স্থিতিশীলতা ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নে এই পরিষদ একটি বিশেষ রূপরেখা নিয়ে কাজ করবে।

সাত সদস্যের এই প্রাথমিক বোর্ডে আরও থাকছেন ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা এবং ট্রাম্পের জামাতা ও দীর্ঘদিনের উপদেষ্টা জারেড কুশনার।

ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই এই পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। আগামী সপ্তাহগুলোতে আরও নতুন সদস্যের নাম ঘোষণা করা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

হোয়াইট হাউসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই নির্বাহী বোর্ডের সদস্যরা গাজার সক্ষমতা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক সম্পর্ক উন্নয়ন, পুনর্গঠন এবং বড় ধরনের বিনিয়োগ আকর্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তদারকি করবেন। যুক্তরাষ্ট্র এই অন্তর্বর্তীকালীন কাঠামো বাস্তবায়নে ইসরায়েল, গুরুত্বপূর্ণ আরব দেশ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তবে টনি ব্লেয়ারকে এই বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি মধ্যপ্রাচ্যে বিতর্কের জন্ম দিতে পারে। ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণে তাঁর ভূমিকার কারণে ওই অঞ্চলে ব্লেয়ারকে নিয়ে আজও নেতিবাচক ধারণা রয়েছে।

এর আগে ২০০৭ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তিনি মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করলেও ইসরায়েলের প্রতি অতিমাত্রায় অনুগত থাকার অভিযোগে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যদিও ট্রাম্প ব্লেয়ারের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কিছুটা সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, তবুও শেষ পর্যন্ত তাঁর অভিজ্ঞতার ওপরই ভরসা রাখল হোয়াইট হাউস।

(৩ পাতার পর)

বেলডাঙায় সাংবাদিক নিগ্রহে গ্রেপ্তার চার

এরপরই তিনি সাংবাদিক নিগ্রহ নিয়ে মুখ খোলেন। কার্যত সাংবাদিকদের কার্যপদ্ধতি নিয়ে পাঠ দিলেন এসপি কুমার সানি রাজ। এসপির কথায়, "খুবই দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গিয়েছে গতকাল (শুক্রবার)। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু যখন কোথাও কোনও অশান্ত পরিস্থিতি থাকবে, সেখানে কাজ করতে যাওয়ার আগে একটু সাবধান হোন, নিজেদের সুরক্ষার কথা ভেবে কাজ করুন। আমরা কিন্তু ওইদিন দুই সাংবাদিককে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম। আমাদের আইসি, ওসিরা সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ওই সাংবাদিককে মারধর করা হল।"এই ঘটনায় এবার ময়দানে নেমে সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় শনিবার চারজনকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

বিকেলে জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন, মূল অভিযুক্ত হিসেবে মতিউর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে-ই দু'দিন ধরে জনতাকে উত্তেজিত করেছিল। মহিলা সাংবাদিকের উপর হামলার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে এসপি-র পরামর্শ, "সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব ভালো। আমরা কাজের জন্য আপনাদের উপর নির্ভর করি। কিন্তু একটা বিনীত অনুরোধ, উত্তপ্ত কোনও পরিস্থিতিতে কাজ করতে গেলে একটু সাবধানে আসুন। নিজেকে সুরক্ষিত রেখে কাজ করুন।"

গত দু'দিন ধরে উত্তপ্ত বেলডাঙার পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশবাহিনী সাধ্যমতো কাজ করে গিয়েছে। জনরোষ সামলানোর পাশাপাশি অশান্তিতে উসকানি দিচ্ছে কারা, তাও কড়া নজরদারির মাধ্যমে চিহ্নিতকরণের কাজ চলেছে। তাতেই চিহ্নিত হয়েছে মতিউর রহমান। এসপি এদিন সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন।

এসপি কুমার সানি রাজ জানিয়েছেন, "আমরা গতকাল (শুক্রবার) থেকে বেলডাঙা গিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছি। সাধারণ জনগণ এমনিতে শান্ত, তাঁরা অযথা কোনও উসকানিতে পা দেননি। কিন্তু আজ (শনিবার) সকাল থেকে রাস্তা-রেল অবরোধ, সংঘর্ষ শুরু হয়। জনতা বিক্ষুব্ধ ছিল। আমাদের বাহিনীর উপস্থিতিতেই পাথর ছোড়াছুড়ি হয়। রাস্তায় টায়ার জ্বালানো হয়েছে, একটা বাসেও ভাঙচুর হয়েছে। তারপর আমরা বিভিন্ন এরিয়া ডমিনেশন করলাম। তাতে আধঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি একেবারে নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। আমরা অকুস্থল থেকে চিহ্নিত করে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছি। সংখ্যাটা মোট ৩০। এদের বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা মামলা হবে।"

(৩ পাতার পর)

মালদায় ইতিহাসের মুহূর্ত, বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

পান।উল্লেখযোগ্যভাবে, হাওড়া থেকে কামাখ্যা রুটে চলবে এই বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস। ট্রেনটিতে মোট ১১টি কোচ রয়েছে এবং এতে ৮২৩টি শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা দীর্ঘপথের যাত্রীদের জন্য আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করবে।মালদা স্টেশন থেকেই বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন করার পর প্রধানমন্ত্রী পুরাতন মালদার বাইপাস এলাকায় একটি প্রকাশ্য জনসভার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এই ঐতিহাসিক উদ্বোধনের মাধ্যমে মালদা শুধু রেল মানচিত্রেই নয়, দেশের উন্নয়নের মানচিত্রেও নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিল বলে মত।

সিনেমার খবর

ভাই ফয়সালের গুরুতর অভিযোগের জবাবে মুখ খুললেন আমির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০০০ সালে মুক্তি পাওয়া 'মেলা' সিনেমায় একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন বলিউড সুপারস্টার আমির খান ও তার ভাই ফয়সাল খান। এরপর ধীরে ধীরে ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেন 'মি. পারফেকশনিস্ট'খ্যাত এ অভিনেতা। তবে ফয়সাল যেন হলেন উল্টো পথের পথিক। বলিউড থেকে রীতিমতো হারিয়েই গেলেন তিনি। সম্প্রতি কিছুদিন হল আবারও নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছেন ফয়সাল।

গত কিছুদিন ধরে একাধিক সাক্ষাৎকারে এই অভিনেতা তার ভাই আমির খানের বিরুদ্ধে বেশকিছু গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। তার দাবি, আমির তাকে মাদক দিয়ে অবশ করে রাখার চেষ্টা করতেন। লাঠি-দড়ি নিয়ে তার উপর চড়াও হতেন বলেও অভিযোগ করেন ফয়সাল। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর ছিল যে, তার নাকি প্রাণনাশের আশঙ্কাও হয়েছিল।

দীর্ঘদিন সিনেমার বাইরে থাকা ফয়সাল পুরোনো দিনের ক্ষত ভুলতে পারছেন না জানিয়ে বলেন, 'আমি একদিন বাড়িতে একা ছিলাম। আমার বাড়িতে ৪০ জন লোক নিয়ে আমার উপর চড়াও হয় সে। আমাকে বলে, 'তুমি পাগল'। আমাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে এসেছিল। আমি বললাম, টানাহেঁচড়া করতে হবে না, আমি এমনিই যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে ভাবলাম, হয়তো কিছু পরীক্ষা করে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু না, কিসব ওষুধ দিল। জোর করে আমাকে কিসব খাইয়ে দিল। এরপর আমি ২০ ঘণ্টা ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি মরেও যেতে পারতাম। আমার ফোন কেড়ে নিয়ে আমাকে ঘরে আটকে রাখা হয়।'

ভাইয়ের এতসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে এবার মুখ খুললেন আমির খান। ফয়সালের কথার জবাবে অভিনেতা বলেন, 'বাইরের লোকের সঙ্গে লড়াই করা যায়, কিন্তু পরিবারের মানুষের সঙ্গে এটা সম্ভব নয়।'

পাশাপাশি আমির জানান মেলা ছবির ব্যর্থতার দুঃখ এখনো ভুলতে পারেননি ফয়সাল। তাই তিনি চান, ফয়সাল আবারও অভিনয়ে আসুক। প্রয়োজনে তিনি নিজে ফয়সালের সঙ্গে সিনেমায় কাজ করতে ইচ্ছুক বলেও জানান। আমিরের ভাষায়, 'যদি কেউ ওকে একা নিতে না চান, সেক্ষেত্রে আমি ওর সঙ্গে কাজ করতে রাজি আছি।'

ভালোবাসা চাইলেন অভিনেত্রী মিমি

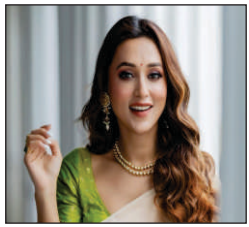

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। অভিনয় দক্ষতা আর গ্ল্যামারের জাদুতে তিনি দীর্ঘদিন ধরেই লাখো ভক্তের হৃদয় দখল করে আছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ভক্তদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে দেখা যায় তাকে। এবার সেই সোশ্যাল মিডিয়াতেই এক আবেগী পোস্টে ভক্তদের কাছে ভালোবাসা চাইলেন এই অভিনেত্রী।

সম্প্রতি নিজের ফেসবুক হ্যান্ডেলে একগুচ্ছ নতুন ছবি শেয়ার করেছেন মিমি চক্রবর্তী। কিছুটা খোলামেলা পোশাকে ধরা দিয়ে একই সঙ্গে ভক্তদের দিলেন এক বড় সুখবর। দীর্ঘদিন পর নতুন সিনেমা নিয়ে আবারও পর্দায় ফিরছেন তিনি।

ছবিগুলোর ক্যাপশনে মিমি জানান, চলতি মাসেই মুক্তি পেতে যাচ্ছে তার অভিনীত নতুন সিনেমা 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল'। এই ছবিটিই চলতি বছরের তার প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত কাজ। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে অভিনেত্রী লেখেন, 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল নিয়ে আসছি ২৩ জানুয়ারি। এই বছরের প্রথম ছবি আমার। আপনাদের ভালোবাসা চাই।'

প্রকাশিত ছবিগুলোতে মিমিকে দেখা গেছে বোল্ড লুকে—খোলা চুল, কানে লম্বা ঝুমকো দুল এবং গায়ে জড়ানো কালো ওড়নায় এক মায়াবী উপস্থিতিতে। বিশেষ করে তার চোখের চাহনি নেটিজেনদের আলাদা করে নজর কেড়েছে। ছবি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মুহূর্তে তা নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়।

অরিত্র মুখার্জির পরিচালনায় নির্মিত এই সিনেমায় মিমি চক্রবর্তীর সঙ্গে আরও অভিনয় করেছেন প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য, উজান চ্যাটার্জি, পুতুল দাসসহ আরও অনেক শিল্পী। সব মিলিয়ে নতুন ছবিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই দর্শকদের আগ্রহ তুঙ্গে।

ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে বিয়ের আগের বাজে অভিজ্ঞতা সামনে আনলেন হেমা মালিনী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী হেমা মালিনী সদ্য স্বামী কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে হারিয়েছেন। এখন সব কিছুর সঙ্গে ধাতস্থ হতে খানিকটা সময় লাগছে তার। তিনি যখন চেন্নাই থেকে মায়ানগরীতে আসেন, সেই সময় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার লড়াইয়ে নেমে অদ্ভুতুড়ে এক অভিজ্ঞতার কথা জানান হেমা মালিনী।

চেন্নাইয়ে যথেষ্ট সচ্ছল জীবন ছিল তার। সেসব ছেড়ে হাজারও প্রতিকূলতা পেরিয়ে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। আত্মজীবনী 'হেমা মালিনী: বিয়ন্ড দ্য ড্রিম গার্ল'-এ নিজের জীবনের বহু অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করে নেন তিনি। সেখানেই অভিনেত্রী বলেন, অভিনয় শুরুর জীবনের কথা। তখনো ধর্মেন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে হয়নি তার। বান্দ্রার একটি ছোট ফ্ল্যাটে থাকতেন। সেখানেই অস্বাভাবিক কিছু ঘটনা ঘটে তার সঙ্গে।

হেমা মালিনী বলেন, প্রতি দিন রাতে আমার মনে হতো কেউ আমার গলা টিপে ধরতে আসছে। রাতে আমার মা আমার সঙ্গেই শুতেন। তিনি দেখেছেন, আমি ঠিক কতটা ভয়ে রাত কাটাতাম। যদি সে রকম ঘটনা দু-একবার ঘটত, তাহলেও অতটা চিন্তিত হতাম না। কিন্তু দেখলাম ক্রমশ ওই ঘটনা প্রতি দিন রাতেই আমার সঙ্গে ঘটছে।

তারপরই মুম্বাইয়ে বাংলোর খোঁজ শুরু করেন তিনি। ধর্মেন্দ্রের সঙ্গে বিয়ের পরই নাকি অভিনেত্রী জুহুর বাংলোয় থাকা শুরু করেন। সমুদ্রমুখী গাছপালা বাগানবেষ্টিত সেই বাংলোতেই জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন হেমা মালিনী।

যে কারণে ইংরেজিতে কথা বলেন না মেসি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফুটবল মাঠে যেমন অতুলনীয়, মাঠের বাইরেও তেমনি আলাদা এক ব্যক্তিত্ব লিওনেল মেসি। খেলাধুলার গণ্ডি পেরিয়ে আর্জেন্টাইন মহাতারকার জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। আটবারের ব্যালন ডিঅর জয়ী এই কিংবদন্তি ইউরোপ অধ্যায় শেষ করে এখন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে নিজের ছাপ রেখে চলেছেন।

দীর্ঘ বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে মিশেছেন মেসি। তবুও ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি বরাবরই স্প্যানিশ ভাষাকেই বেছে নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে পরিচিত ইংরেজি জানলেও জনসমক্ষে এই ভাষা ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।

অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে বার্সেলোনায় বেড়ে ওঠা মেসি চাইলে তো সহজেই ইংরেজিতে দক্ষ হতে পারতেন। তবে কেন তিনি এই ভাষা ব্যবহারে অনীহা দেখান?

সম্প্রতি আর্জেন্টিনার জনপ্রিয় স্ট্রিমিং চ্যানেল 'লুজু টিভ'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সেই প্রশ্নের উত্তর দেন মেসি। সেখানে তিনি জানান, ইংরেজিতে কথা বলার সময় তার অস্বস্তি লাগে। মেসির ভাষায়, 'আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পছন্দ করি না। এতে আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। তাই সবকিছু স্প্যানিশেই করতে ভালো লাগে। তবে ইংরেজিতে আমি বলতে পারি এবং অন্যরা বুঝতেও পারে।'

তিনি আরও জানান, বিষয়টি আগ্রহের অভাব থেকে নয়। ব্যক্তিগত পরিসরে তিনি ইংরেজিতে কথা বলেন বলেও উল্লেখ করেন। তবে জনসমক্ষে ভাষা বদলাতে তিনি চান না।

আলোচনায় উঠে আসে বার্সেলোনায় খেলার সময় নেইমার ও লুইস সুয়ারেজের সঙ্গে করা এক চাইনিজ নববর্ষের শুভেচ্ছা ভিডিওর কথাও। সেখানে নেইমার ও সুয়ারেজ চীনা ভাষায় কথা বললেও মেসি স্প্যানিশেই কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে মেসি জানান, ক্লাবের সঙ্গে তার আগেই সমঝোতা ছিল বিনয়ের কারণে তিনি ভাষা পরিবর্তন করবেন না।

ইউরোপ অধ্যায় পেরিয়ে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে খেললেও মেসির এই সিদ্ধান্ত বদলায়নি। ভাষার ক্ষেত্রেও নিজের স্বভাব ও স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রাধান্য দেওয়াই যেন তার ব্যক্তিত্বেরই প্রতিফলন।

নতুন রেকর্ডে কপিল দেবের পাশে স্টার্ক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ৪-১ ব্যবধানে অ্যাশেজ সিরিজ জিতে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অজিদের এই সাফল্যে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছেন অভিজ্ঞ পেসার মিচেল স্টার্ক। ৩৫ বছর বয়সী এই বাঁহাতি পেসার নজর কেড়েছেন সবার।

চোটের কারণে অভিজ্ঞ পেসার জশ হ্যাজলউডকে পায়নি অস্ট্রেলিয়া। এছাড়া চোটের কারণে একটি ম্যাচে খেলেছিলেন প্যাট কামিন্স। দুই তারকা ক্রিকেটারের অনুপস্থিতিতে একাই অস্ট্রেলিয়ার বোলিং অ্যাটাককে নেতৃত্ব দিয়েছেন স্টার্ক। দুর্দান্ত বোলিংয়ে পাঁচ ম্যাচে ৩১ উইকেট তুলে নিয়েছেন তিনি। এর আগে অ্যাশেজ ২০টির বেশি উইকেট নিয়েছেন তিনি। এর মধ্যে দুবার ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়েছেন। এই দুরন্ত পারফরম্যান্সের পরেই গড়লেন নয়া নজির।

সবমিলিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে ৪৩৩টি উইকেট নিয়েছেন স্টার্ক। এই পারফরম্যান্সের কারণে জায়গা করে নিয়েছেন এলিট লিস্টে। এতে শ্রীলঙ্কার সাবেক ক্রিকেটার রঙ্গনা হেরাথের পাশে নাম লিখিয়েছেন তিনি। বাঁহাতি পেসারদের মধ্যে টেস্টে যা যুগ্ম সর্বোচ্চ। আর একটি উইকেট পেলেই এককভাবে এই তালিকায় শীর্ষে উঠে আসবেন স্টার্ক।

শুধু তাই নয়, কপিল দেবকে টপকে যাওয়ার সুযোগও রয়েছে তার। টেস্টে সবচেয়ে বেশি উইকেট পাওয়ায় তালিকায় একাদশ স্থানে রয়েছেন কপিল। ৪৩৪টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। আর দু'টি উইকেট পেলেই তাকে টপকে নজির গড়বেন স্টার্ক।

ভারতীয়দের অখেলোয়াড়সুলভ আচরণের জবাব মাঠে দেবো: আফ্রিদি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

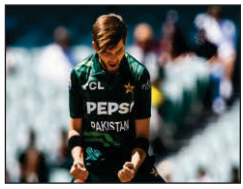

পাকিস্তান ওয়ানডে দলের অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি ভারতীয় ক্রিকেটারদের আচরণকে অখেলোয়াড়সুলভ আখ্যা দিয়েছেন। এশিয়া কাপে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা যায়নি ভারতীয়দের। শাহিন জানিয়েছেন, এই আচরণের জবাব তারা মাঠে দিবে।

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় বিগ ব্যাশ লিগ খেলতে গিয়েছিলেন শাহিন। তবে ইনজুরির কারণে দেশে ফিরে আসতে হয় তাকে। এই চোট নিয়ে বিশ্বকাপে খেলার শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড জানায়, শাহিন সেরে উঠেছেন এবং খুব শিগগিরই অনুশীলনে যোগ দেবেন।

দেশে ফেরার পর সাংবাদিকদের সামনে শাহিন বলেন, 'সীমান্তের ওপারের মানুষেরা স্পোর্টসম্যানশিপ নষ্ট করেছে। আমরা এর জবাব মাঠেই দেব। আপাতত আমাদের কাজ হলো নিজেদের লক্ষ্যে অটুট থাকা এবং ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যাওয়া।'

পাকিস্তান দল বর্তমানে শ্রীলঙ্কা সফরে রয়েছে এবং তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে। সিরিজের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তান জয় পেয়েছে। তবে শাহিন এই সফরে অংশ নেননি; তিনি ইনজুরি কাটিয়ে বিশ্বকাপের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR